দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 14. JAN. 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ১ ...

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন ও সীমাবদ্ধতা

শিক্ষা মানুষের চিত্তের উদ্বোধন ঘটায়। জীবনের বিকাশের প্রাথমিক সিঁড়িগুলি নির্মাণ করে। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ পালন শুরু হইয়াছে গত সোমবার। 'জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ-২০১২'র উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যথার্থই বলিয়াছেন, 'প্রাথমিক শিক্ষা হইতেছে মানব জাতির সব শিক্ষার ভিত্তি। এজন্য শিশুদের ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিতে তাহাদের সঠিক ও গুণগত শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা আমাদের সকলের পবিত্র দায়িত্ব।' 'জাতির জন্য অহংকার, একশ ভাগ শিক্ষার হার'—এবারের জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহের মূল প্রতিপাদ্য।

প্রতিটি শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের প্রথম পর্যায় হইতেছে প্রাথমিক শিক্ষা। প্রতিটি শিশুই যাহাতে সু-আদর্শ ও সুনীতিতে বাড়িয়া উঠিতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করিয়াছেন যে, পঞ্চম শ্রেণীতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা শেষে নূতন ব্যবস্থায় শিক্ষা লাভে বিশেষভাবে অনুপ্রেরণা জোগাইবে, পাশাপাশি কচি বয়সে তাহারা অন্যদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার মানসিকতায় নিজেদের গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইবে। বিগত ৩ বৎসরে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাইয়া ৫৫ শতাংশ হইয়াছে। ২০১৪ সালের মধ্যে দেশ হইতে নিরক্ষরতা দূরীকরণে বর্তমান সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত সকল আন্তর্জাতিক ফোরামেও বাংলাদেশ অঙ্গীকারাবদ্ধ। প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক ও গুণগত মানসম্পন্ন করা এবং উহার সম্প্রসারণ সময়ের বড় দাবি। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে তথ্য-প্রযুক্তিনির্ভর সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ২০১২ সনের মধ্যে দেশের বিদ্যালয় গমনোপযোগী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি এবং ২০১৪ সালের মধ্যে নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে সকলের সম্মিলিত ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রায় পৌছানো সম্ভবপর হইতে পারে যদি নীতিনিষ্ঠা অর্থাৎ সকলের কর্তব্যপরায়ণতা সংশ্লিষ্ট সকল মহলের কাজে ও কর্মে প্রতিফলিত হয়। এই ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকগণের দায়িত্বও অনেক। শিক্ষকদের শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের প্রতি সহনশীল ও মনোযোগী হওয়ার পাশাপাশি দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলার প্রবণতা অবশ্যই পরিহার করিতে হইবে।

যদি সকল শিশুকে দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, নৈতিক, মানবিক এবং নান্দনিক বিকাশ সাধনের মাধ্যমে উন্নত জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ করা যায় তাহা হইলেই প্রাথমিক শিক্ষাখাতে উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের সকল প্রয়াস সার্থক হইতে পারে। এই কথা অনস্বীকার্য যে, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষাখাতে বর্তমান সরকারের নেওয়া ব্যবস্থার ফলে প্রাথমিক স্তরে ভর্তির হার অনেক বাড়িয়াছে। তবে দারিদ্র্য ও অন্যান্য প্রতিবন্ধকতার কারণে মানসম্মত শিক্ষার ব্যবস্থা করা এখনো এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির হার বাড়িলেও প্রাইমারী পাস করিবার আগেই ঝরিয়া পড়িবার হার এখনও উদ্বেগজনক। প্রাথমিক শিক্ষাখাতে সহায়তা প্রদানকারী আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির প্রদত্ত অনুদান, সাহায্য-সহযোগিতা এবং যে ঋণ পাওয়া যায়—তাহা সঠিকভাবে, সঠিক খাতে ব্যবহার করিবার সমস্ত প্রয়াস-প্রয়োগের উপরই নির্ভর করে প্রাথমিক শিক্ষার বাস্তবানুগ অগ্রগতি ও উন্নয়ন। সেই প্রায়োগিক বাস্তবতাই আমাদের কাম্য।

এইখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কেবল বৈদেশিক সাহায্য-সহযোগিতার উপর নির্ভর করিয়া প্রাথমিক শিক্ষার যথাযথ বিস্তার ঘটানো সম্ভব নয়। বরং স্থানীয়ভাবে বিদ্যালয়গুলির অভ্যন্তরীণ সমস্যাদি আঁচ করিয়া, সেইমত কার্যকর ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিতে হইবে নিজেদের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া।